১. ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

আল্লাহ বলেন, মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। অতঃপর জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী রূপে আল্লাহ যুগে যুগে নবীগণকে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের সাথে সত্যসহকারে কিতাব নাযিল করেন, যাতে তার মাধ্যমে তারা লোকদের মধ্যকার বিবাদীয় বিষয় সমূহ ফায়ছালা করে দেন। অথচ যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল, তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাদি এসে যাওয়ার পরেও তারা পারস্পরিক হঠকারিতাবশে উক্ত কিতাবে মতভেদ করল। অতঃপর আল্লাহ স্বীয় আদেশক্রমে বিশ্বাসীগণকে তাদের বিবাদীয় বিষয়ে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথ দেখিয়ে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*।

উপরোক্ত আয়াতে মানব জাতির ঐক্য, তাদের পারস্পরিক মতানৈক্য ও মতভেদের কারণ, অতঃপর ঐক্যের পথ, সবকিছু বলে দেওয়া হয়েছে। এক্ষণে বিশ্বমানবতার ঐক্য এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, সে বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে বাংলাদেশের জনগণকে একটি বিষয়ে একমত হ'তে হবে যে, তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করেন কি-না। যদি আল্লাহতে বিশ্বাসীদের সংখ্যা বেশী হয়, তবে তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা আল্লাহকে কেবল সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মানেন, না সবকিছুর পরিচালক ও বিধানদাতা হিসাবে মানেন। যদি দ্বিতীয় মতের লোকের সংখ্যা বেশী হয়, তাহ'লে তাদেরকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, আল্লাহ্র বিধান কি কেবল তাদের ব্যক্তি জীবনের জন্য, না সার্বিক জীবনের জন্য? এগুলি সবই মৌলিক প্রশ্ন। প্রয়োজনে এর উপরে জনমত যাচাই করা যেতে পারে।

আমরা মনে করি যে, বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় কিছু নাস্তিক বাদে সকল নাগরিকই আল্লাহতে বিশ্বাসী। এদেশের সকল মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, বিধানদাতা হিসাবে, সবকিছুর ধারক ও পরিচালক হিসাবে, জীবন ও মৃত্যুদাতা হিসাবে বিশ্বাস করেন। গোল বাধবে একখানে গিয়ে। সেটি হ'ল এই যে, বিদেশী বস্তুবাদী মতবাদ সমূহের খপ্পরে পড়ে কিছু দুনিয়াপূজারী লোক তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ক্ষুণ্ন হবার ভয়ে আল্লাহ্র বিধি-বিধান সমূহকে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক জীবনের বিস্তৃত ময়দান থেকে হটিয়ে কেবল গৃহকোণে আবদ্ধ করে রাখতে চাইবেন। তারা ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ ইত্যাদি ব্যক্তিগত ইবাদতে আল্লাহ্র বিধান মানতে রাযী হবেন, কিন্তু সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল করতে রাযী হবেন না।

এক্ষণে এদের সাথে অন্যদের ঐক্যের পথ কি? বাহ্যতঃ ঐক্যের কোন পথ খোলা নেই। আমরা মনে করি যে, এর পরেও ঐক্যের পথ আছে। যেমন (১) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দল ও নেতৃবৃন্দকে যদি বুঝানো যায় যে, আল্লাহ্র বিধান মেনে নেওয়ার মধ্যেই তাদের দুনিয়াবী কল্যাণ বেশী রয়েছে, তাহ'লে ঐ লোকগুলি দুনিয়াবী স্বার্থেই আল্লাহ্র বিধান মেনে নিবে। কেননা ওদের মূল লক্ষ্যই হ'ল দুনিয়া হাছিল করা। যেমন, সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, চুরি-ডাকাতি-সন্ত্রাস ইত্যাদির দুনিয়াবী অপকারিতা বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে বুঝাতে হবে। অতঃপর তাকে আল্লাহ্র বিধানের স্থায়ী কল্যাণকারিতা এবং মৃত্যু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের মর্মান্তিক আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। আশা করি এতেই তাদের অধিকাংশের হিতজ্ঞান ফিরে আসবে এবং আল্লাহ্র দেওয়া চিরন্তন ও সার্বজনীন বিধান সমূহ তারা মেনে নিবেন। যদি বলেন, নেতাদের হেদায়াত হওয়া সুদূরপরাহত। তাহ'লে বর্তমানের আধুনিক মিডিয়া ব্যবহার করে সহজে জনমত যাচাই করে নিতে হবে। আশা করি অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র বিধান মেনে নেওয়ার পক্ষে রায় দিবেন। তখন ঐসব দুনিয়াদার নেতারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের সামনে মাথা নত করবেন। অথবা নেতৃত্ব থেকে তাদের হটে যেতে হবে।

আমরা মনে করি এমন কোন জ্ঞানী মানুষ নেই, যিনি উপরোক্ত অন্যায় কর্ম সমূহকে ন্যায় কর্ম মনে করেন। এভাবে অন্ততঃ সামাজিক শৃংখলা ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে বাংলাদেশের সকল ধর্ম, বর্ণ ও দলমতের লোকদের মধ্যে ঐক্যমত সৃষ্টি হবে। যদি দেড় হাযার বছর পূর্বে মদীনার ইহূদী-নাছারা ও পৌত্তলিকগণ স্ব স্ব ধর্ম পরিত্যাগ না করেও ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বিধান সমূহ কবুল করে নিতে পারে, তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দ সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে কেন তা মেনে নিতে পারবেন না?

বাকী রইল ইসলামী নেতাদের মাঝে ঐক্য। এটি খুবই সহজ, আবার খুবই কঠিন বিষয়। সহজ এজন্য যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইচ্ছা করলে ইসলামের নামে সহজেই এক প্লাটফরমে আসতে পারেন ও যেকোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। পক্ষান্তরে এটা খুবই কঠিন ও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার কতগুলি কারণে যেমন, (১) এঁরা ধর্মীয়ভাবে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত (২) বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান 'হানাফী' মাযহাবের হ'লেও তাদের মধ্যে রয়েছে পরস্পরে বিস্তর ধর্মীয় মতভেদ। ১৯৮১ সালের সরকারী হিসাব মতে এদেশে রয়েছে ২ লক্ষ ৯৮ হাযার পীর। নিঃসন্দেহে এক পীরের সাথে আরেক পীরের মিল নেই। মিল নেই একে অপরের মুরীদদের সাথেও। এদের বাইরে রয়েছে মাওলানা মওদূদীর অনুসারী 'জামায়াতে ইসলামী' ও মাওলানা ইলিয়াস দেউবন্দীর অনুসারী 'তাবলীগ জামা'আত'। এদের পরস্পরে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। এক্ষণে এদের মধ্যে ঐক্যের পথগুলি আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পাব। যেমন (১) ১৪ কোটি নাগরিকের মধ্যে অন্যদের বাদ দিয়ে যদি এদেশে ১২ কোটি মুসলমানের বাস হয়, তবে তার মধ্যে অন্যূন ২ কোটি 'আহলেহাদীছ' বাদ দিলে ১০ কোটি 'হানাফী' মুসলমান বসবাস করেন। পাকিস্তানের শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্বের বিপরীতে বাংলাদেশের একটি প্লাস পয়েন্ট এই যে, এখানে শী'আ মুসলমানের সংখ্যা খুবই নগণ্য, একেবারে হাতে গণা বললেও চলে। ফলে এখানকার সকল মুসলমান 'সুন্নী'। এদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হিসাব মত খুবই সহজ হওয়ার কথা। এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব সমূহ নিম্নরূপ :

সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হবে। হানাফী ভাইগণ যে ইমামের অনুসারী হওয়ার দাবী করেন, সেই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর স্পষ্ট বক্তব্য হ'ল এই যে, 'কোন বিষয়ে ছহীহ হাদীছ পেলে জেনো যে, সেটাই আমার মাযহাব' *(রাদ্দুল মুহতার ১/৬৭)*। আহলেহাদীছগণের দাবীও সেটাই। অতএব এক্ষেত্রে হানাফী আহলেহাদীছ সকলে এক প্লাটফরমে আসতে পারেন। এরপরেও ব্যাখ্যাগত মতভেদ যদি থাকে এবং সেটা যদি ছহীহ হাদীছকে অগ্রাহ্য করার পর্যায়ে না যায়, তবে সেক্ষেত্রে স্ব স্ব আমল পৃথক

রেখেই পারস্পরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। (২) যদি সকলে স্ব স্ব দলীয় প্যাড ও ব্যানার অক্ষুণ্ন রাখতে চান, তবুও পারস্পরিক ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্লাটফরম সৃষ্টি করা খুবই সহজ। আমরা মনে করি বাংলাদেশে এটা এখন একান্তই সময়ের দাবী। জনগণের প্রাণের দাবীও এটা।

উপরোক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য যরূরী বিষয়গুলি হল :

(১) পারস্পরিক গীবত-তোহমত ও অশালীন বক্তব্য সমূহ পরিহার করা। বিশেষ করে বই ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পরস্পরের বিরুদ্ধে স্থায়ী গীবত বর্জন করা। কেননা এগুলির গোনাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে এবং গীবতকারী ব্যক্তির ও ব্যক্তিসমষ্টির আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হবে (২) নিজ মতের উপরে এবং অনৈক্যের উপরে যিদ না করা (৩) বিভিন্ন দলের মধ্যে উপদল সৃষ্টির মাধ্যমে ভাঙ্গন সৃষ্টি রোধের জন্য প্রার্থিতা ও ক্যানভাসিং-এর বর্তমান ভোট পদ্ধতির বাইরে সর্বাধুনিক স্বচ্ছ পদ্ধতির মাধ্যমে জনমত যাচাই করে একক দলীয় নেতা বা আমীর নির্বাচন করা ও শূরা পদ্ধতির মাধ্যমে দল পরিচালনা করা (৪) দুনিয়াবী স্বার্থের উপরে দ্বীনী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া (৫) সর্বোপরি মুসলিম ঐক্য ও জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প থাকা এবং উক্ত বিষয়ে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা। আহলেহাদীছদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের একই প্রস্তাব রইল। আমরা মনে করি ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে দেশে একটি ব্যাপকভিত্তিক Consensus বা 'জাতীয় ঐক্যমত' সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক, ৬/১১ সংখ্যা, আগস্ট ২০০৩; দিগদর্শন ১/১৫৪ পৃ.)*।

২. ঐক্য সৃষ্টি ও ঐক্যজোট রক্ষার মূলনীতি ও সীমারেখা কি?

'দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভই হবে এর মূলনীতি এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকামী ও আখেরাতে মুক্তিকামী লোকদের সাথেই কেবল ঐক্য সৃষ্টি বা ঐক্যজোট গঠন ও তা রক্ষা করতে হবে। যখনই যেখানে দুনিয়াবী স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে ও সংশোধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হবে, তখনই সেখান থেকে বিদায় নিতে হবে। এমতাবস্থায় 'একলা চলো নীতি' গ্রহণের চাইতে অন্য বন্ধু তালাশ করার মধ্যেই কল্যাণ বেশী থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কারণেই মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন ৭৫ জন বায়'আতকারী সাথীর আমন্ত্রণে। এখানেও সীমারেখা পূর্বের মত থাকবে। কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা যাবে না। কেননা শয়তান অধিকাংশ সময় বন্ধুর মুখোশ ধরেই এসে থাকে। কোন নবীই এদের হামলা থেকে মুক্ত ছিলেন না *(আন'আম ৬/১১২)*। আজকাল ঐক্যের জোয়ারে দুনিয়া ভাসছে। অধিকাংশের উদ্দেশ্য স্রেফ 'দুনিয়া'। অথচ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ঐক্য আল্লাহ্র মনঃপুত নয়। তা কখনোই টেকসই নয় এবং আন্তরিকও নয়, বরং প্রতারণাপূর্ণ। এতে কোন নেকীও নেই, আখেরাতও নেই। এই সব জগাখিচুড়ী ঐক্য নোংরা ড্রেনের মত। যেখানে পাকা কলার খোসাও থাকে, পচা বিড়ালের লাশও থাকে। অতএব ঐক্য সর্বদা প্রশংসিত নয়'।

ঐক্যের ভিত্তি ও সত্য-মিথ্যা ঐক্যের ফলাফল : ঐক্যের ভিত্তি হ'ল মহৎ উদ্দেশ্য, বিনয় ও সহনশীলতা। যেটা সাধারণতঃ হকপন্থী সমমনাদের মধ্যে হয়ে থাকে এবং যার দ্বারা 'হক' শক্তিশালী হয়। কিন্তু আজকাল সে স্থান দখল করেছে কূটনীতি ও চাটুকারিতা। ফলে ঐক্য কেবল শ্রুতিমধুর একটি শব্দে পরিণত হয়েছে। যার সত্যিকারের কোন বাস্তবতা নেই। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা ঐক্যের ফলাফল এটাই হয়ে থাকে যে, হকপন্থী ব্যক্তি বা দল বাতিলপন্থী ব্যক্তি বা দলের নিকটে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। এমনকি তারা তার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বাতিলপন্থীরা হকপন্থীদের মাঝে বিলীন হয় না। এর কারণ হ'ল এই যে, হক সর্বদা প্রবৃত্তির পরিপন্থী, আর বাতিল সর্বদা প্রবৃত্তির অনুগামী। ফলে 'কিছু ছাড় ও কিছু গ্রহণ কর' এই নীতির ভিত্তিতে যখন উভয়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হকপন্থী তার হক থেকে কিছু ছাড় দিয়ে হক-এর ক্ষতি করে। কিন্তু বাতিলপন্থী তার বাতিল থেকে কিছু ছাড় দিলেও তার কোন ক্ষতি হয় না। বরং বাস্তবে এটাই দেখা যায় যে, হকপন্থীকেই কেবল ছাড় দিতে হয়, বাতিলপন্থীকে নয়। কারণ নফসের পূজারীদের সংখ্যাধিক্য থাকার কারণে তারাই সর্বদা বিজয়ী হয়।

অতএব 'হক'-কে অক্ষুণ্ন রেখে এবং হক-এর বিজয়ের স্বার্থেই কেবল সাময়িক ঐক্যজোট হ'তে পারে। যদিও তা টেকসই হয় না। যেমন 'মদীনার সনদ' রচনা সত্ত্বেও ইহূদীদের সাথে গঠিত ঐক্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে এর দ্বারা রাসূল (ছাঃ) সাময়িকভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। অতএব বাতিলপন্থীদের সাথে কেবল বাহ্যিক সম্পর্ক রাখা যাবে, আন্তরিক সম্পর্ক কখনোই নয়। একজন 'ইনসানে কামেল' দল-মত নির্বিশেষে সবার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলবেন এবং সর্বদা সবাইকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিবেন। তিনি সবার সাথে থাকবেন। কিন্তু চলবেন নিজস্ব পথে' *(মাসিক আত-তাহরীক, দরসে কুরআন 'ইনসানে কামেল' ৯/২ সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৫; 'ইনসানে কামেল' বই ২৬, ২৮ পৃ.)*।

৩. ঐক্য দর্শন

ইসলাম একটি সামাজিক ধর্ম। জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন ইসলামের মৌলিক নির্দেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত *(আলে ইমরান ৩/১০৩; আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪)*। কিন্তু নানা কারণে এখানে সকল মুসলমান এক জামা'আতভুক্ত নয় বা হ'তে পারে না। যদি কারণগুলি পরস্পরে বিদ্বেষমূলক ও শত্রুতামূলক হয় এবং ইসলামী আদর্শের বাইরে বিজাতীয় কোন আদর্শের বাস্তবায়ন লক্ষ্য হয়, তাহ'লে ঐসব দল ও সংগঠন জাহেলিয়াতের সংগঠন হবে এবং ঐসবের অন্তর্ভুক্ত সকলে আল্লাহর নিকট দায়ী হবে। হাদীছে এদেরকে 'জাহান্নামীদের দলভুক্ত' বলা হয়েছে। যদিও এরা ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে ও ধারণা করে যে, তারা মুসলিম' *(ঐ, মিশকাত হা/৩৬৯৪)*। আর যদি কোন সংগঠনের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সে আলোকে সমাজ সংস্কার হয়, তাহ'লে তা হবে সত্যিকারের ইসলামী সংগঠন। তার সংখ্যা একাধিক হ'লেও তা দোষের হবে না। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে এইসব সংগঠন দ্রুত একত্রিত হ'তে পারে এবং যেকোন ইসলামী বিষয়ে দ্রুত পরামর্শ করে ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পারে' *(সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক, ১৩/৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯; জীবন দর্শন বই 'ঐক্য দর্শন' ৪৭ পৃ.)*।

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), বিমানবন্দর রোড, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ০১৭১১৩৫৯৪৭৫।